মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের পুষ্পস্তবক অর্পন

মুজিবনগরে নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু এবং ভাইস চেয়ারম্যান বিএম জাহিদ হাসান রাজীব, ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) তোকলিমা খাতুন মজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

আজ শুক্রবার বিকেলে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান গন এই পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নবনির্বাচিত মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আল্লাহর রহমতে এবং মানুষের ভালোবাসায় আমি উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি আর সেই সাথে আমি দুইজন সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যান পেয়েছি। ভবিষ্যতে আমি দ্বিধা বিভক্ত মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সমস্ত ক্ষত সারিয়ে সবাইকে একসাথে নিয়ে একটি শক্তিশালী আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, কৃষকলীগ,, যুবমহিলা লীগ, ছাত্রলীগ গড়ে তুলবো। গত নির্বাচনে আপনারা সেটি দেখতে পেয়েছেন আমি নির্বাচিত হয়ে আমাদের সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ত্যাগী নেতা জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের সাথে দেখা করেছি বর্তমান সভাপতি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রফিকুল ইসলাম তো তার সাথেও দেখা করেছি। আমি চাই মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের মধ্যে যে দ্বিধাবিভক্ত আছে সমস্ত বিভক্ত দূর করে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করার মাধ্যমে আমাদের প্রাণপ্রিয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের হাতকে শক্তিশালী করে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নকে গতিশীল করে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী, উপজেলা যুবমহিলা লীগকৃষক লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ সোনালী ব্যাংকের শ্রদ্ধা নিবেদন

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ সোনালী ব্যাংক পিএলসি চুয়াডাঙ্গা এরিয়া।

আজ শুক্রবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা,মেহেরপুর জেলার নবগঠিত কমিটির নেতারা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাতির পিতাসহ সকল শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ নবগঠিত কমিটির সভাপতি সোনালী ব্যাংক জীবননগর শাখা ম্যানেজার আব্দুল হান্নান ,সহসভাপতি আলমডাঙ্গা শাখা ম্যানেজার এইচ এম আব্দুল আওয়াল ও মুহা: মুরশিদ আলম (এসপিও), সাধারণ সম্পাদক গাড়াডোব শাখা ম্যানেজার আসমাউল হুসনা তানিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দর্শনা শাখা ম্যানেজার আব্দুল লতিফ , হাটবোয়ালিয়া শাখা ম্যানেজার আলী হায়দার ।

এছাড়াও নাজমুল হক পিও, শরিফুল ইসলাম এসও,আবুল বাশার,আব্দুল ওয়াকিল, ইফতেখারুল বাশার, খালিদ হাসান, রুবেল হোসেন, শাহাবুল আলম,তারিক মুবাশির,হাসিবুল ইসলাম ও জাহিদুল আলম প্রমুখ।

এর আগে ২৭ ফেব্রুয়ারী নবগঠিত কমিটির অনুমোদন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আলাউদ্দিন তুষার এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রায়হান।

নবগঠিত কমিটিতে উপদেষ্টা হিসাবে রয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, পরে কমিটির নেতারা মুজিবনগর আম্রকাননে কমিটির পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়।

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# [redacted]

কাজ করবে ‘স্বাধীনতা সড়ক’- এলজিআরডি মন্ত্রী

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেছেন, মেহেরপুরের মুজিবনগর থেকে ভারতের নদীয়া হয়ে কলকাতা পর্যন্ত ‘স্বাধীনতা সড়কটি’ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। যে সড়ক ধরে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল জাতীয় চার নেতা মুজিবনগরে এসে শপথ নিয়েছিলেন। জাতীয় চার নেতার সাথে এই সড়ক ধরে এসেছিলেন অসংখ্য বিদেশি সংবাদকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা। বাঙালি জাতির কাছে এ সড়কটির গুরুত্ব অপরিসিম।

আজ শনিবার (২০ মার্চ) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুরের মুজিবনগরে সদ্য নির্মিত স্বাধীনতা সড়ক পরিদর্শন শেষে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ভারতের সাথে চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের অংশের ৫০০ মিটার রাস্তার কাজ আমরা শেষ করেছি। ভারতের অংশের কাজ ভারত সরকার শেষ করবে। কবে নাগাদ উদ্বোধন হবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আগামী ২৬ মার্চ বাংলাদেশে আসবেন। ২৬/২৭ মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বাধীনতা সড়কের উদ্বোধন করবেন।

স্বাধীনতা সড়ক পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন। এর আগে সকাল সাড়ে দশটার দিকে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টার যোগে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মুজিবনগরে এসে পৌঁছান। পরে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে স্বাধীনতা সড়ক পরিদর্শন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান প্রমুখ।

উল্লেখ্য, মুজিবনগর থেকে কলকাতা পর্যন্ত ‘স্বাধীনতা সড়ক’ নির্মাণ করছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। এক কোটি চার লাখ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশের অংশের ৫০০ মিটার রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে।